দৈনিক বাংলা
তারিখ ১৪।৩।৮০
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

084

ডিগ্রী পরীক্ষায়

পাস-ফেল

বেশ কিছু দিন আগে 'দৈনিক বাংলা'র উপসম্পাদকীয় আমার মনকে আন্দোলিত করেছে। আমার মতো অনেকেই হয়তো এমনটি চাইছেন। এতে লেখা হয়েছিলো 'ডিগ্রী পরীক্ষায় পাস-ফেল' এই সম্বন্ধে কিছু কথা বলা হয়েছিলো। এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা যা আমরাও বলবো বলে ভাবছিলাম। কথাটি হলো ডিগ্রী (পাসকোর্স) বিএ ও বিএসসি ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের সুবিধা অসুবিধা সম্পর্কে। আমরা দেখে আসছি, শুধুমাত্র বিএ ক্লাসের ছাত্রছাত্রীরাই বাংলা ও ইংরেজী বিষয় দুটি পড়ে আসছে আবশ্যিকরূপে। অথচ বিএসসি ক্লাসের অনেক গুণাবলী ছাত্রছাত্রীরা বড় সুন্দরভাবে শুধুমাত্র বিজ্ঞান সংক্রান্ত বিষয়ই অধ্যয়ন করছেন। আমার কথা হলো, বিএ ক্লাসের বিদ্যার্থীরা কি এমন করলো যার জন্যে বাংলা ও ইংরেজীর বোঝা তারা এখনো বইবে? বিএসসি ক্লাসের সবাই কি ইংরেজী ও বাংলায় পণ্ডিত বা অন্যদিকে ইংরেজী ঐচ্ছিক না হয়ে আবশ্যিক কেন হবে? কেন বিএসসি ক্লাসে ইংরেজী আবশ্যিক নয়? এই এক চোখা নীতি আমরা সমর্থন করতে পারিনা কিছুতেই। শীঘ্রই এর একটা সুরাহা হওয়া উচিৎ। তাছাড়া অনার্সের মতো পাস কোর্সেও দু'বছর পর সব পরীক্ষার বদলে প্রতি বছরের পরীক্ষা প্রতি বছর অর্থাৎ অর্ধেক বিষয়ের পরীক্ষা একবছর পর এবং ফাইনালে বাকী অর্ধেক বিষয়ের পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা হওয়া বাঞ্ছনীয়। অনার্স সার্টিফিকেটে রেফার্ড বা সাপ্লিমেন্টারীর দাগ পড়ে না, অথচ পাসকোর্স সার্টিফিকেটে এ দাগ যে কি ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক তা ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন। একই সময়ে এবং একই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এমনটি কেন হবে? কেন একই পদ্ধতির এ অসঙ্গত বিভিন্নতা? বিশেষ গুরুত্ব সহকারে এ প্রশ্নগুলি ভেবে দেখার এবং সে অনুসারে যথাযথ সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আমার মতো আরো অনেকের আন্তরিক প্রার্থনা রইলো।

[illegible] রহমান
ইডেন মহিলা মহাবিদ্যালয়, ঢাকা